কোথায় হারিয়ে গেল স্মৃতির মৎস্যগুলি সেই...

কৌশিক সরকার

পুঁটি, মৌরলা, ন্যাদোস, ফলুই, ট্যাংরা, শিঙি বোরোলি, রাইখড়ের মতো হারাতে চলা দেশি মাছগুলি চাষে উৎসাহ জোগাতে জেলায় জেলায় 'চুনো-পুঁটি উৎসব' পালন করছে রাজ্যের মৎস্য দপ্তর। বছর কয়েক ধরে সেই উৎসব চললেও দেশি মাছগুলির চাষ কি সত্যিই বাড়ছে? এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগ মোটের ওপর সচেতনতা বাড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এমন মাছ চাষে সহায়তা দেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট সরকারি প্রকল্পই নেই। যেখানে যেটুকু হচ্ছে তা মোটের ওপর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই।

গত কয়েক বছর ধরেই বারুইপুরের বৃন্দাখালি অঞ্চলে দেশি মাগুর, শিঙি, ন্যাদোস, পাঁকাল, লোচের মতো মাছগুলো চাষ করছেন শঙ্কর মিদ্যা। নিজে চাষ করার পরেও দেশি মাগুর এবং শিঙির মতো মাছের চারা আশেপাশের মাছ চাষিদের সরবরাহ করতে পারলেও, এখনও পর্যন্ত ন্যাদোস, পাকাল কিংবা লোচের মতো মাছগুলির চারা বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করতে পারছেন না তিনি। খানিক বড় ভাবে দেশি মাছগুলি চাষের জন্য রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠালেও সেই ফাইল নাকি নড়েনি। বারুইপুরেরই শ্রীকান্ত সরকারও নিজের উদ্যোগেই দেশি মাগুর এবং রঙিন মাছের চাষ করলেও তার অভিজ্ঞতাও একই। শিখন্ডা সর্দারিপাড়ার সৌমেন হালদারও গত তিন বছর ধরে দেশি মাগুর, দেশি কইয়ের চাষ করছেন। সম্প্রতি শুরু করেছেন রঙিন মাছের চাষও। নিজের পুকুর ছাড়াও তার কাছ থেকে দেশি মাগুর, দেশি কইয়ের চারা নিয়ে যান নেপালগঞ্জ, কাঠিপোতার মতো এলাকাগুলির মাছচাষিরা। সেই চারাতেই নিজেদের পুকুর, ভেড়িতে সেই মাছের চাষ করছেন তারা। বড় আকারে মাছ চাষের জন্য রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠালেও এখনও কোনও সাড়া পাননি তিনিও।

> রাজ্যের মৎস্য দপ্তর অবশ্য মনে করছে, কয়েক বছরের উদ্যোগে মাগুর, সরপুঁটি, চিতল, কইয়ের চাষ বেড়েছে। যদিও ন্যাদোস, ল্যাটা, কাজলি, সোনা ট্যাংরার মতো মাছগুলির চাষ সেভাবে বাড়েনি।

রাজ্যের মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চুনো-পুঁটি উৎসবের সময় জেলায় জেলায় পুঁটি, মৌরলা, ন্যাদোস, পাবদা, ফলুই, ট্যাংরা, সরপুঁটি, শিঙি, মাগুর, ল্যাটা, কইয়ের চারা ছাড়েন তারা। একইসঙ্গে সেই মাছগুলি চাষে চাষিদের উৎসাহিত করারও চেষ্টা করেন তারা। যদিও, রুই, কাতলা, মৃগেলের মতো ইন্ডিয়ান মেজর কার্পগুলির (আইএমসি) উৎপাদনে সরকারের সহায়তা প্রকল্প থাকলেও, দেশি মাছগুলির চাষে উৎসাহ জোগাতে সরকারের নির্দিষ্ট কোনও প্রকল্পই নেই। একমাত্র দেশি কই, মাগুর এবং শিঙি চাষের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের আয় বাড়াতে জঙ্গলমহল এলাকায় সেগুলি চাষে একটি উদ্যোগ রাজ্যের রয়েছে। জলাভূমির পরিমাণ কমা, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহারের কারণে কমেছে দেশি মাছগুলি। একই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রুই, কাতলা, মৃগেল চাষের জন্য জল পরিষ্কারের করতে গিয়েও যে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে এই 'অবহেলার' এই মাছগুলি, তা মানছেন মৎস্য দপ্তরের অফিসাররাও। যদিও ট্যাংরা, বাতাসি, কাজলি, বোরোলি, রাইখড়, পিয়ালি, ন্যাদোসের মতো মাছগুলির দাম বরং অনেক বেশি। সে কারণেই ফের এই ধরণের মাছ চাষে অনেক চাষি আগ্রহ দেখালেও রাজ্য বা কেন্দ্র-কোনও সরকারের তরফেই কোনও সহায়তা প্রকল্প না-থাকায় তা বড় আকারে করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সংস্থা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ফিসারিজ এডুকেশনের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট বি কে মহাপাত্র জানান, দেশির এই মাছগুলির ব্রিডিং পদ্ধতিকে উন্নত করার কাজ হলেও তার সুযোগ নিতে পারছেন না মাছচাষিরা। আবার বাণিজ্যিক ভাবে এই চাষ কম হওয়ায় চারার জোগানেও সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। একই কথা বলছেন শঙ্কর মিদ্যা কিংবা সৌমেন হালদারের মতো মাছ চাষীরাও। কিছু দিন যাবৎ পূর্ব মেদিনীপুরের বাগুই নদীতে এলাকার লুপ্তপ্রায় দেশির মাছগুলির চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পটাশপুর ১ ব্লকে। ডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি। কমিটির তরফে সোমনাথ দাশ অধিকারী জানান, তিত পুঁটি, ন্যাদোস, চ্যাং, বেলে, শালের মতো বেশ কিছু প্রজাতির মাছের। স্থানীয় মানুষের উদ্যোগেই চলছে সে কাজ।

রাজ্যের যে কোনও প্রান্তেই এই ধরনের ছোট মাছগুলির চাষ করা গেলেও, কোনও কোনও মাছ মেলে নির্দিষ্ট কিছু এলাকাতেই। যেমন উত্তরবঙ্গের তিস্তা ও তোর্সায় বোরোলি মেলায় তা পাওয়া যায় কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারের বাজারগুলিতে। তার দামও ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা কেজি। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহে মেলে রাইখড় মাছ। মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদে মেলে বোরোলির মতোই দেখতে পিয়ালি মাছ। রাজ্যের মৎস্য দপ্তর অবশ্য মনে করছে, কয়েক বছরের উদ্যোগে মাগুর, সরপুঁটি, চিতল, কইয়ের চাষ বেড়েছে। যদিও ন্যাদোস, ল্যাটা, কাজলি, সোনা ট্যাংরার মতো মাছগুলির চাষ সে ভাবে বাড়েনি। মালদহের বড় সাগরদীঘি এলাকায় শুরু হয়েছে রাইখড়ের চাষ। কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে কেউ কেউ নিজেদের উদ্যোগেই শুরু করেছেন বোরোলি চাষ। এই ধরনের দেশি মাছগুলি চাষে সহায়তা প্রকল্পের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তিনি বলেন, জেলাগুলিতে আমরা আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে এই ধরণের মাছের চারা ছাড়ছি। তবে এই মাছগুলি চাষে পৃথক প্রকল্পেরও প্রয়োজন। তাতে অনেক বেশি গরিব মানুষকে যুক্ত করা যাবে। আবার তাঁরা নিজেরাও মাছগুলি খেতে পারবেন।